দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 17 OCT 1995 ...
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৬

৪০

রেজিস্ট্রেশন কেলেঙ্কারি

# যশোর বোর্ড ঃ ৪৬৬ প্রধান শিক্ষক ও অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে

যশোর ব্যুরো ঃ রেজিস্ট্রেশন কেলেঙ্কারিতে জড়িত যশোর শিক্ষা বোর্ডের অধীন ৪শ' ৬৬টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক ও অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। এর মধ্যে রয়েছে ৩শ' ৮৩টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ৮৩টি কলেজ। শিক্ষাবোর্ডের দায়িত্বশীল সূত্র এ তথ্য জানায়।

ওইসব মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও কলেজের অধ্যক্ষগণ ভুয়া রেজিস্ট্রেশন প্রদানে কাগজপত্র তৈরীতে প্রত্যক্ষ সহায়তা করেছিলেন। এবার নৈর্ব্যক্তিক ও রচনামূলক প্রশ্নমালার ভিত্তিতে পরীক্ষা প্রদানের শেষ সুযোগ ছিল। এ ধরনের প্রশ্নমালার ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া সহজ বলে বিবেচিত। ফলে, সপ্তম থেকে নবম শ্রেণীতে পড়ুয়া অনেক ছাত্র-ছাত্রী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। তাদেরকে ভুয়া রেজিস্ট্রেশন দেয়া হয়।

ভুয়া রেজিস্ট্রেশন প্রদানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন শিক্ষাবোর্ডের কিছু কর্মকর্তা ও কর্মচারী। এই শিক্ষাবোর্ডের অধীন ১৬টি জেলার জন্য এসএসসি ও এইচএসসি উভয় পর্যায়ে রেজিস্ট্রেশন নম্বর ধার্য থাকে। যেমন-একটি জেলার জন্য এসএসসি পর্যায়ে হয়ত ২৫ হাজার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ধার্য আছে। কিন্তু পরীক্ষার্থীর সংখ্যা এরও কম। শূন্য বা ফাঁকা থাকা নম্বর থেকে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এবং শিক্ষাবোর্ডের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা ভুয়া রেজিস্ট্রেশন দেন। কিন্তু ঢাকাতে প্রিন্ট আউট (বিবরণী) কম্পিউটার প্রসেসকালে এসব ভুয়া রেজিস্ট্রেশন নম্বর ধরা পড়ে।

এছাড়াও শিক্ষাবোর্ড ১৯৯৪ সালের মার্চ থেকে চলতি বছরের জানুয়ারী পর্যন্ত ১শ' ২৪টি মাধ্যমিক স্কুলের স্বীকৃতি দেয়। বিদ্যা-

(৮-এর পৃঃ ১-এর কঃ দ্রঃ)

## যশোর বোর্ড ঃ ৪৬৬ প্রধান

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

লয় মঞ্জুরি কমিটি এবং শিক্ষাবোর্ড কমিটির অনুমোদন ছাড়াই অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছিল। এমনকি সংশ্লিষ্ট স্কুল পরিদর্শক অনেক স্কুল পরিদর্শন না করেই পরিদর্শন রিপোর্ট জমা দেন বলে অভিযোগ। দেখা যায়, ওইসব মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সপ্তম বা অষ্টম শ্রেণীতে যত ছাত্রছাত্রী আছে, তারচেয়ে কয়েকগুণ বেশী ছাত্রছাত্রী পরীক্ষার জন্য আবেদন করেছে। রেজিস্ট্রেশনও পেয়েছে তারা। প্রিন্ট আউট যাচাইকালে এদের অনেকে ভুয়া বলে চিহ্নিত হয়। একইভাবে এইচএসসি পরীক্ষার প্রিন্ট আউট যাচাইকালেও প্রচুর ভুয়া রেজিস্ট্রেশনধারী পরীক্ষার্থী চিহ্নিত হয়ে পড়ে। এসএসসি ও এইচএসসিতে এ ধরনের ভুয়া রেজিস্ট্রেশনধারীর সংখ্যা হাজার হাজার। ভুয়া রেজিস্ট্রেশন দিয়ে সংশ্লিষ্ট শিক্ষক ও শিক্ষাবোর্ড কর্মচারীরা লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নেন বলেও অভিযোগ।

যশোর শিক্ষাবোর্ড ৩শ' ৮৩টি মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে ভুয়া রেজিস্ট্রেশন প্রদানে জড়িত থাকার জন্য চিহ্নিত করেছে। ইতিমধ্যে শিক্ষাবোর্ড ওইসব বিদ্যালয়ের পরিচালনা কমিটির সভাপতি বরাবর পত্র পাঠিয়েছেন। তাতে বিদ্যালয়গুলির প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে। কি ধরনের ব্যবস্থা নেয়া হল, তা জানিয়ে শিক্ষাবোর্ডকে জানাতেও বলা হয়েছে ১৫ অক্টোবরের মধ্যে। যদিও এখনও কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ব্যবস্থা গ্রহণ সম্পর্কিত পত্র শিক্ষাবোর্ডে এসে পৌঁছেনি। শিক্ষাবোর্ড বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতিকে আরও লিখিতভাবে জানিয়েছে, তারা ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যর্থ হলে শিক্ষাবোর্ডই আইন অনুযায়ী চরম ব্যবস্থা নেবে। জানা গেছে, ৮৩টি কলেজের ক্ষেত্রেও একই ধরনের অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে। তাদের বেতন ভাতা বর্তমানে বন্ধ রাখা হয়েছে এবং অন্যান্য আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণেরও ব্যবস্থা চলছে।

কয়েকজন শিক্ষকের অভিযোগ, রেজিস্ট্রেশন কেলেঙ্কারিতে জড়িত শিক্ষাবোর্ড কর্মচারীদের দু'একজনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হলেও মূল ব্যক্তি কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হয়নি।